দৈনিক ইনকিলাব. ... 014

তারিখ 22 NOV 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

বেড়া

॥ মোঃ শফিউল আযম আলতু ॥

উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত বেড়া, পাবনা জেলার সবচেয়ে অবহেলিত জনপদ। এটি উপজেলায় উন্নীত হওয়ার দীর্ঘদিন পরও প্রচীন কৃষি পদ্ধতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সামান্যতম উন্নতি হয়নি।

৯৫ বর্গমাইল বিস্তৃত এই উপজেলার জনসংখ্যা ১ লাখ ৬৩ হাজার ১ শ' ২৪ জন। জনসংখ্যার ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮শ' ২৪ জন মুসলমান, ১৫ হাজার ২শ' ৬৪ জন হিন্দু, ৭ জন বৌদ্ধ ও ২৯ জন খৃষ্টান।

চালারচর, হাটুরিয়া-নাকালিয়া, নতুন ভারেঙ্গা, পুরান ভারেঙ্গা, রূপপুর, জাতসাকিন, মাসুমদিয়া ও বেড়াসহ ৮টি ইউনিয়ন বিশিষ্ট এই উপজেলায় ২শ' ৩১টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুয়ায়িত গ্রাম ৪৩টি। গ্রামগুলোতে বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা ২৬ হাজার ৯ শ' ১৪টি।

কৃষি ব্যবস্থা

বেড়া উপজেলার ১শ' ৫৯টি মৌজা কৃষি খামার। কৃষি কাজের অগ্রগতি তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেমন— উন্নতমানের বীজ, সার, জ্বলানি, ঋণ ও কৃষি দপ্তরের কর্মচারীর অবহেলা ইত্যাদি কারণে কৃষি চাষ ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৫৬ হাজার ৫ শ' ৬৬ একর। তার মধ্যে আবাদী ৩১ হাজার ৯শ' ৭১ একর। বিদ্যুয়ায়িত সেচ ব্যবস্থা চালু না থাকায় প্রতি বছর উপজেলা এলাকার ২৪ হাজার ৫ শ' ৯৫ একর আবাদযোগ্য জমি পতিত থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বেড়া উপজেলার জনগণের আজন্মকালের দুঃখ। এ দুঃখ ঘুচানোর তেমন কোন বিশেষ উদ্যোগ কোন কালেই গৃহীত হয়নি। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাধারণ পরিণতি হিসেবে শিক্ষা, সাংস্কৃতি, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার সামাজিক উন্নয়ন সকল দিক থেকেই বেড়ার জনগণ যুগ যুগ ধরে পেছনে পড়ে আছে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এসব এলাকায় কোন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে না।

শিক্ষা

এই উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ১৯·১৪ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলায় মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৩টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি, মাদ্রাসা ২৮টি। উচ্চবিদ্যালয় ১৪টি এবং মহাবিদ্যালয় ১টি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সংকট রয়েছে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিলের। এছাড়া রয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতা। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে চরম অব্যবস্থা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

উপজেলাবাসীর চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি নির্মিত হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসেনি। দূরদূরান্ত থেকে এসে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় ওষুধ বা চিকিৎসা পায় না। ফলে রোগীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

হাট-বাজার

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেড়া উপজেলার ১৮টি হাট-বাজার বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে উঠেছে। সংস্কার ও উন্নয়নের অভাবে অধিকাংশ হাট-বাজরের দূরাবস্থা চরমে পৌঁছেছে। পানি নিস্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই।